ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-২৫৬৪

আগরতলা, ২৭ আগস্ট, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

“ইনজেকশন দেওয়ার ৩ মিনিট পর রোগীর মৃত্যু,” এই শিরোনামে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় গত ২০ আগস্ট,২০২৫ তারিখে প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, দশমীঘাটস্থিত বটতলার বাসিন্দা তপন মিঞা নামে একজন রোগীকে ১৯ আগস্ট ২০২৫ রাত ১টা ১৯ মিনিট নাগাদ আইজিএম হাসপাতাল থেকে ST Elevated Myocardial Infarction রোগী হিসেবে রেফার করা হয়। রোগীর বিস্তারিত ইতিহাসে জানা যায়, তিনি হঠাৎ প্রায় এক ঘণ্টা আগে থেকে বুকে ব্যথা অনুভব করতে থাকেন। রোগীর নেশা করার ও উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাসও ছিল।জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীকে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা করেন এবং ইসিজি করার পর দেখা যায় রোগী Massive Antero-septal Wall Myocardial Infarction-এ ভুগছেন। রোগীকে জরুরী বিভাগের ইয়েলো জোনে স্থানান্তর করা হয় এবং সকল প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়।এরপর কার্ডিওলজি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই দিন রাত ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ অন-কলে কার্ডিওলজিস্টের সঙ্গে আলোচনাক্রমে Inj. Streptokinase নামক ওষুধ দিয়ে থ্রম্বোলাইসিস (জমাটরক্ত তরল করার) প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা সরকারি সরবরাহকৃত ওষুধ। কার্ডিওলজি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সেসময় রোগীর পরিজন নাসির আলী ও যমুনা বেগমের সঙ্গে ওষুধের সুফল ও ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং রোগীর হাই-রিস্ক,এমন লিখিত সম্মতি ১৯ আগস্ট ২০২৫ রাত ২টা ১৫ মিনিট নাগাদ গ্রহণ করা হয়। এরপর ওষুধটি ইনফিউশনের মাধ্যমে দেওয়া শুরু হয়।উল্লেখ্য, Inj. Streptokinase-এর ব্যাচ নম্বর ছিল LBL0005, উৎপাদনের তারিখ ০৩/২০২৫ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ০২/২০২৭। থ্রম্বোলাইসিস চলাকালীন রোগীর Ventricular Tachycardia শুরু হয় এবং তিনি কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে চলে যান। তৎক্ষণাৎ DC Cardioversion ও CPR শুরু করা হয় এবং তা প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চালানো হয়। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোগীর স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন ফিরে আসেনি এবং রোগীকে ১৯ আগস্ট ২০২৫ রাত ২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ মৃত ঘোষণা করা হয়।

রোগীর পরিজনদের তাঁদের ভাষায় সমস্ত প্রক্রিয়া এবং ওষুধ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও, কয়েকজন আত্মীয় জরুরী বিভাগে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন এবং দাবি করেন রোগীর মৃত্যুর জন্য "ভুল ইনজেকশন" দায়ী। এতে জরুরি বিভাগের চলমান চিকিৎসা সেবায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। এমনকি তারা চিৎকার করে বলেন যে তারা জরুরি বিভাগের ও কার্ডিওলজির কর্তব্যরত চিকিৎসকের "পোস্টমর্টেম" করবেন — যা কর্তব্যরত চিকিৎসকদের জন্য উদ্বেগ জনক।

******